গুরুতত্ত্ব

গুরুতত্ত্ব। গুরু দুই রকমের, দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু। যাঁহার নিকটে উপাস্যদেবের মূল-মন্ত্র পাওয়া যায়, তিনি দীক্ষাগুরু। আর যাঁহার নিকটে ভজন-বিষয়ে কিছু শিক্ষা করা যায়, তিনি শিক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরু-সম্বন্ধে কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন, "যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥" শ্রীগুরুদেব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভক্ত; কিন্তু সাধক তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বলিয়াই মনে করিবেন।

স্বরূপতঃ প্রিয়তম ভক্ত। ভক্তিশাস্ত্রানুসারে শ্রীগুরুদেব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত। শ্রীমদ্দাস-গোস্বামী স্বরচিত মনঃশিক্ষায় বলিয়াছেন—"শচীসূনুং নন্দীশ্বর-পতিসুতত্বে গুরুবরং মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং নম্ন মনঃ॥—রে মন! শচীনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীকৃষ্ণরূপে এবং শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্তরূপে অনবরত স্মরণ কর।" শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসও বলেন—"মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাম—মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই লোকের গুরু।" শ্রীলবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদও গুর্ব্বষ্টকে বলিয়াছেন—"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ। কিন্তু প্রভো র্য প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥—সমস্ত শাস্ত্রে গুরুদেব সাক্ষাৎ হরিরূপে কথিত হইলেও এবং সৎ-লোকগণ ঐরূপ ভাবনা করিলেও, তিনি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্তই। আমি সেই গুরুদেবের শ্রীচরণারবিন্দ বন্দনা করি।"

গুরু কৃষ্ণবৎ পূজ্য। শ্রীগুরুদেব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত হইলেও "কৃষ্ণ গুরুরূপ হয়েন শাস্ত্রের প্রমাণে," "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" ইত্যাদি বচনে গুরুদেবকে কৃষ্ণতুল্যই বলা হইয়াছে; এস্থলে প্রিয়তমত্বাংশে এবং পূজ্যত্বাংশেই তুল্যত্ব অভিপ্রেত—স্বরূপাংশে বা তত্ত্বাংশে তুল্যত্ব অভিপ্রেত নহে। পূর্ব্বোদ্ধৃত "শচীসূনুং নন্দীশ্বর-পতিত্বে" ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় লিখিত হইয়াছে—"যৎ শ্রীগুরোঃ কৃষ্ণত্বেন মননং তত্তু শ্রীকৃষ্ণস্য পূজ্যত্ববদ্ গুরোঃ পূজ্যত্বপ্রতিপাদকমিতি।" ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামীও বলিয়াছেন—"শুদ্ধভক্তাস্ত্বেকে শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহাভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে—শ্রীশিব ও শ্রীগুরুদেব ভগবানের প্রিয়তম বলিয়াই শুদ্ধভক্তগণ শ্রীভগবানের সহিত তাঁহাদের অভেদ-মনন করেন।"

গুরু শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ। শ্রীগুরুদেব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত হইলেও শিষ্য তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বলিয়াই মনে করিবেন। সাধারণ-জীব বলিয়া মনে করাতো দূরের কথা, শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত বলিয়া মনে করিলেও শিষ্যের পক্ষে প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা আছে; কারণ, তাহাতে গুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি জন্মিবার আশঙ্কা থাকে; গুরুদেবে মনুষ্য-বুদ্ধি অপরাধজনক। অন্যের পক্ষে যাহাই হউন, শিষ্যের পক্ষে শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষই; কারণ, তিনি ভগবানের অনুগ্রহা-শক্তির সহিত ও গুরুশক্তির সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত। একমাত্র শ্রীগুরুদেবের যোগেই শ্রীভগবানের গুরু-শক্তি শিষ্যের মঙ্গলের নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়া শিষ্যকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণই গুরু-শক্তির মূল আশ্রয়, তিনিই সমষ্টি-গুরু; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাদ্‌ভাবে কাহাকেও দীক্ষাদি দেন না—তাঁহার প্রিয়তম ভক্তবিশেষে ঐ গুরুশক্তি অর্পণ করিয়া তাঁহাদ্বারাই ভজনার্থীকে কৃপা করেন। তাই বলা হইয়াছে "গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।" শ্রীগুরুদেবের যোগে শ্রীকৃষ্ণের গুরু-শক্তি আবির্ভূতা হয় বলিয়া শিষ্যের পক্ষে শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষই। অন্য ভক্তের যোগে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহা-শক্তি আবির্ভূত হইয়া ভজনার্থীকে কৃতার্থ করিতে পারেন সত্য; কিন্তু গুরু-শক্তির কৃপা না হইলে মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে অন্য ভক্তের কৃপা সম্যক্‌রূপে কার্য্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। শ্রীগুরুদেবের যোগে অনুগ্রহা-শক্তি ও গুরু-শক্তি উভয়েই শিষ্যের সম্বন্ধে আবির্ভূত হয়েন; ইহাই অন্য ভক্ত অপেক্ষা শ্রীগুরুদেবের বৈশিষ্ট্য। বাস্তবিক, শিষ্যের পক্ষে শ্রীগুরুদেব ভগবানের অমূর্ত্ত করুণার মূর্ত্ত-বিগ্রহ—শ্রীকৃষ্ণাশ্রিতা অমূর্ত্ত-গুরু-শক্তির মূর্ত্ত-বিগ্রহ, গুরু-শক্তির আবির্ভাব-মূর্ত্তি,—সুতরাং

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ। যে বস্তুটীর আশ্রয় শ্রীভগবান্, কিন্তু তিনি মূল আশ্রয় বা মূল অধিকারী হইয়াও সাধারণতঃ সাক্ষাদ্‌ভাবে যাহা কাহাকেও দান করেন না, তাঁহার প্রিয়তম-ভক্তের দ্বারাই যাহা দান করান—একমাত্র শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতেই জীব সেই বস্তুটী পাইতে পারে; সুতরাং শিষ্যের নিকটে শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণতুল্যই। শ্রীভগবান্ ভক্তপরাধীন বলিয়া এবং শ্রীভগবৎকৃপা ভক্ত-কৃপার অপেক্ষা রাখে বলিয়াই গুরু-শক্তির যোগে দেয় বস্তুটী তিনি তাঁহার প্রিয়তম ভক্তের যোগে জীবকে দিয়া থাকেন। আদিলীলার প্রমথ পরিচ্ছেদে ২৬।২৭ পয়ারের টীকায় বিশেষ বিচার দ্রষ্টব্য।

গুরুর যোগ্যতা। শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বলচিত্ততা। বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি-বিশেষ শ্রীগুরুদেবের চিত্তে আবির্ভূত হইয়া শিষ্যকে কৃপা করেন; সুতরাং যাঁহার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণ-শক্তির আবির্ভাবের যোগ্য, অর্থাৎ যাঁহার চিত্ত শুদ্ধ-সত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছে, তাদৃশ কোনও ভক্তই দীক্ষাগুরু হওয়ার যোগ্য; তাঁহার শুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তেই ভগবদাবির্ভাব সম্ভব হইতে পারে এবং ভগবদাবির্ভাব হইলেই তাঁহার পক্ষে ভগবানের অনুভূতি লাভ সম্ভব হইতে পারে। শ্রুতি এবং শ্রীমদ্‌ভাগবত ভগবদনুভূতিই গুরুর প্রধান লক্ষণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অবশ্য শিষ্যের সন্দেহ-নিরসনের নিমিত্ত শাস্ত্রজ্ঞানও তাঁহার থাকা দরকার—তিনি শ্রোত্রিয় (শাস্ত্রজ্ঞ) এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ (ভগবদনুভূতি-সম্পন্ন) হইবেন। শাস্ত্রজ্ঞ না হইলেও বরং চলিতে পারে; কিন্তু ভগবদনুভূতি-সম্পন্ন না হইলে কিছুতেই চলে না। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—"যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।" বস্তুতঃ, যাঁহার নিজের অনুভব নাই, তিনি কিরূপে অপরের অনুভব জন্মাইবেন? কেবল মন্ত্রটী জানিবার নিমিত্তই গুরুর প্রয়োজন নয়; মন্ত্র গ্রন্থেও পাওয়া যায়। অনুগ্রহা-শক্তির এবং গুরুশক্তির কৃপার নিমিত্তই গুরুর প্রয়োজন; যাঁহার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের এই দুইটী শক্তির সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত হয় নাই—তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিলেও ভজন-বিষয়ে সাধকের বিশেষ কিছু আনুকূল্যের সম্ভাবনা থাকে না।

শিক্ষাগুরু। এই গেল দীক্ষাগুরুর কথা। শিক্ষাগুরু দুই রকমের—অন্তর্য্যামী পরমাত্মা ও ভক্তশ্রেষ্ঠ। শ্রীভগবান্ পরমাত্ম-রূপে প্রত্যেক জীবের মধ্যে থাকিয়া তাহাকে হিতাহিত উপদেশ করিতেছেন; কিন্তু মায়ান্ধ জীব তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে না; কারণ, তিনি সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া কিছু বলেন না, ইঙ্গিতে হৃদয়ে জানান মাত্র। মহান্তরূপী শিক্ষাগুরু সাক্ষাদ্‌ভাবে উপদেশাদিদ্বারা জীবকে কৃতার্থ করেন। যাঁহার নিকটে ভজন-সম্বন্ধে কিছু উপদেশ পাওয়া যায়, তিনিই শিক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরু একাধিক হইতে পারেন না। কিন্তু মহান্তরূপী শিক্ষাগুরুর কোনওরূপ সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকিতে পারে না।

শাস্ত্রবিরুদ্ধ গুরু-আজ্ঞা পালনীয় নহে। গুরুর আদেশ যদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহা পালন করিবার বিধি ভক্তি-শাস্ত্রে নাই। ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামী বলিয়াছেন—যে গুরু অন্যায় কথা বলেন, আর যে শিষ্য তাহা পালন করেন, তাঁহাদের উভয়কে অনন্ত কালের জন্য ঘোর নরকে গমন করিতে হয়। "যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ। তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥ ২৩৮॥" (২।১০।১৪১ পয়ারের এবং ২।১০।৪-শ্লোকের টীকায় বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

ভগবান্ বামনরূপে যখন বলি-মহারাজের নিকট উপনীত হইলেন, বলি-মহারাজের গুরু শুক্রাচার্য্য বামনদেবের আদেশ মত কোনওরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে বলিকে নিষেধ করিয়াছিলেন। বলি সেই নিষেধ গ্রাহ্য না করিয়া বামনদেবের আদেশ পালন করিয়াছেন এবং তাহাতেই ভগবৎকৃপা-লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন।

কোন্ গুরু পরিত্যাজ্য। গুরু যদি অবলিপ্ত হন, ভালমন্দ না জানেন এবং উৎপথগামী হন, তাহা হইলে সেই গুরু-পরিত্যাগের বিধিই ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীব-গোস্বামী দিয়া গিয়াছেন। "গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্য-মজানতঃ। উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥ ২৩৮॥" এইরূপ অবৈষ্ণবোচিত লক্ষণযুক্ত গুরুর পরিত্যাগে কোনও অপরাধ হয় না—ইহাই ভক্তিশাস্ত্রের অভিমত।

প্রকট ও অপ্রকট লীলা

প্রকট ও অপ্রকট লীলা। প্রকট ও অপ্রকটভেদে লীলা দুই রকমের। যে লীলা কখনও লোক-নয়নের গোচরীভূত হয় না, তাহাকে বলে অপ্রকট-লীলা। আর যে লীলা শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া সময় সময় লোক-নয়নের গোচরীভূত করেন, তাহাকে বলে প্রকট লীলা। প্রত্যেক লীলার ও প্রত্যেক ধামেরই—প্রকট ও অপ্রকট—এই দুই রকম প্রকাশ আছে। লীলা-প্রাকট্য-সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, ব্রহ্মার এক দিনে বা এক কল্পে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে একবার লীলা প্রকট করেন। এইরূপে গত দ্বাপরের শেষে এই ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ একবার তাঁহার ব্রজলীলা প্রকটিত করিয়াছিলেন।

প্রাকট্যের নিয়ম। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা নরলীলা। মানুষের মধ্যে পিতা-মাতাদি গুরুজনের জন্ম আগে হয়। নরলীলায়—শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতারূপে যাঁহাদের অভিমান, তাঁহাদের প্রাকট্যও শ্রীকৃষ্ণের প্রাকট্যের পূর্ব্বে হওয়া প্রয়োজন। তাই শ্রীকৃষ্ণ—

> "প্রকটলীলা করিবারে যবে করে মন॥
> আদৌ প্রকট করায় মাতাপিতা ভক্তগণে।
> পাছে প্রকট হয় জন্মাদিক লীলা ক্রমে॥"—মধ্য ২০॥"